বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ, বিজয়ের ৫০ বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার শতভাগ বিদ্যুৎ

মোতাহার হোসেন

স্বাধীন বাংলাদেশ ৩০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বিদ্যুৎখাতের ভিত্তি রচনার পাশাপাশি ঘাতকের নির্মমতায় নিহত হওয়ার ঠিক আগে আগে ব্রিটিশ গ্যাস কোম্পানির কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ডে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র কিনে নেন, যা দেশের জ্বালানির মূল চাহিদা মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এরপর, ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আবার বিদ্যুৎখাত সংস্কারের উদ্যোগ নেন। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেয়ার পর বিদ্যুৎখাত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। এর ফলে গত এক যুগে বিদ্যুৎখাতের যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। ২০০৯ সালে ৪৬ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎসুবিধা পেত। এখন দেশে ৯৯ শতাংশের বেশি মানুষ বিদ্যুৎসুবিধা পাচ্ছে এখন দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দেশের প্রতিটি ঘরে শতভাগ বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে ১১ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার অবিশ্বাস্য ও স্বপ্ন মনে হলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। বিজয়ের মাস এই ডিসেম্বরে মুজিববর্ষের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুৎসুবিধার আওতায় আসছে। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের ফলেই মাত্র ১২ বছরে বিদ্যুৎখাতে বড়ো বিপ্লব ঘটেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবিশ্বাস্য উন্নয়নের রূপকার এবং স্বপ্নদ্রষ্টাই হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।

বর্তমানে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশই আসে বেসরকারি খাত থেকে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় লোডশেডিং শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। নির্ধারিত সময়ের আগে এই শতভাগ বিদ্যুতের লক্ষ্য পূরণে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতাও ছিল। এর মধ্যে প্রত্যন্ত চরাঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্যুতের লাইন নেয়া একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। আবার মানুষ নিজের গ্রাম, আদিনিবাস ছেড়ে 'মাঠে-প্রান্তরে' কিংবা নতুন সড়কের পাশে বাড়িঘর তৈরি করছে। ফলে বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদার জোগান দেওয়ার পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন স্থাপনসহ নানাচ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিদ্যুৎ বিভাগকে এগুতে হয়েছে এবং সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখেছে বিদ্যুৎ বিভাগ।

২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্য ছিল ২৭টি। বর্তমানে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ১৩৭টি। মাত্র ১২ বছরেই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ১১৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল চার হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট। বর্তমানে উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াট। ১২ বছর আগে দেশে বিদ্যুৎ গ্রাহক ছিল এক কোটি আট লাখ। বর্তমানে বিদ্যুতের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সঞ্চালন লাইন ছিল আট হাজার সার্কিট কিলোমিটার, সেটা এখন প্রায় ১৪ হাজার সার্কিট কিলোমিটার। গ্রিড সাবস্টেশন ছিল ১৫ হাজার ৮৭০ এমভিএ, তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার এমবিএ। ২০০৯ সালে বিতরণ লাইন ছিল দুই লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটার। এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬ লাখ কিলোমিটারের কিছু বেশি। ১২ বছর আগে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩০ কিলোওয়াট ঘণ্টায়। এখন বিতরণ লস ৯.৩৫ শতাংশ। বিদ্যুৎজ্বালানি খাতের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, জ্বালানি সংকটের কারণে ২০০৯ সালের আগে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থবিরতা দেখা দেয়। পরিস্থিতির উত্তরণে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার মিশ্র ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্যাসের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়। তেল ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নির্মাণের পাশাপাশি কয়লা, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এবং সৌর, বায়ু, বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্যোগ নেয়। ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০% সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। দ্রুততম সময়ে চাহিদা ও উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে বড়ো আকারের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পও হাতে নেয়া হয়। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীও এগিয়ে আসছে। সরকারের ধারাবাহিকতার ফলে দেশে ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকায় স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এলএনজি আমদানি হচ্ছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুৎখাত ছিল চরম অস্থিতিশীল। ওই সময় চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খুবই কম থাকায় দিন-রাত লোডশেডিং লেগেই থাকত। বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ায় এ খাতে স্বস্তি ফিরে আসে। এরপর সরকার মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নে মনোযোগ দেয়। বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে মিশ্র জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তেল-গ্যাসের পাশাপাশি কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নির্মাণ শুরু করে।

বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণে লোডশেডিং হওয়ার সুযোগ নেই। মূলত লোডশেডিং হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা বেশি থাকলে একদিকে সংযোগ দিয়ে অন্যদিকে সংযোগ বন্ধ রাখা। উৎপাদন বেশি থাকায় সে অবস্থা আর নেই। তারপরও মাঝে মধ্যে লোডশেডিং হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, 'বর্তমানে দুটি বিষয়ের জন্য লোডশেডিং দেখা দেয়। একটি হলো, এখন সারাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়নে প্রচুর কাজ হচ্ছে। উন্নয়ন কাজের জন্য বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ করতে হয়। সেকারণে কোনো একটি লাইনে কাজ হলে সেটাকে বন্ধ রাখলে ওই এলাকায় তখন বিদ্যুৎ থাকে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, উৎপাদন ও গ্রাহক বাড়ছে কিন্তু ট্রান্সফিউশন ডিস্ট্রিবিউশন শতভাগ নিশ্চিত করা যায়নি। সেকারণে কিছু

জায়গায় সমস্যা হচ্ছে, সেগুলো আমরা চিহ্নিত করে কাজ করছি। অবশ্য এখন এ সমস্যা নেই।' নবায়নযোগ্য জ্বালানির বড়ো একটি প্রসার হয়েছে। বর্তমানে ৬০ লাখ সোলারহোম সিস্টেম দিয়ে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎসুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। বায়ু বিদ্যুতের জন্য উইং ম্যাপিং হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ২ বছরের মধ্যেই মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে নেবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং ডিজেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, এর ফলে কমবে কার্বন নিঃসরণ এবং সরকারি ভর্তুকি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এবং বিনিয়োগকারীদের সরকার বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা প্রদান করছে বলেও জানান পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক।

দেশে প্রথম বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ঢাকায়। বিংশ শতকের প্রথম বছর। আর এর আর্থিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯০১ সালে প্রথম ঢাকার রাস্তায় বিদ্যুতের বাতি জ্বলে উঠে। এর পূর্বে ১৯০১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা পৌরসভা কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় যে, সকল রাস্তায় ও এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে তার তালিকা। পৌরসভার অধীনে বিদ্যুৎব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য''দি ঢাকা ইলেকট্রিক ট্রাস্টি'' নামে পরিষদ গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, পাকিস্তান সরকার দেড় বিলিয়ন ডলারের বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল এক হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। কিন্তু তখন দেশে মাত্র ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা ছিল। পশ্চিমা সরকার পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রাশিয়ার সহায়তা নিয়ে দেশে নতুন করে বিদ্যুৎখাত পুনর্গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশ পিছিয়ে যায়। তখন দেশে বিদ্যুতের সিস্টেমলস বেশি থাকায় দাতারা দেশের বিদ্যুৎখাতে অর্থ দিতে চায়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আইপিপি নীতি গ্রহণ করা হয়। তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বার্জ মাউন্টটেন্ড বিদ্যুৎ নিয়ে আসেন। এ সময়ে সরকার ক্যাপটিভ নীতি করে শিল্পে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। এরপর, ২০০৯ সালে আবার বিদ্যুৎ সঙ্কটের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন থেকে প্রয়োজনীয় নীতির পরিবর্তন করে সরকার বিদ্যুৎখাতের সংস্কার করে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে আজ বিদ্যুৎখাত এবং দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের পর সাশ্রয়ী এবং মানসম্মত সরবরাহ এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। সারাবিশ্বেই পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যুৎ সেক্টরেও পরিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। প্রথম দফায় ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার ভঙ্গুর বিদ্যুৎখাতের পুনর্গঠন চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের তখন সরকার বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। এরপর ২০০০ সালে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুৎখাতকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। ফলে সব দিক থেকে দেশ ৫০ বছর পিছিয়ে যায়। তখন লোডশেডিংয়ের জন্য রাস্তায় মিছিল হয়েছে। ২০০৯ সালের শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনি ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে সবার ঘরে বিদ্যুৎপৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তখন আর্থিক সঙ্কট ছিল। কেউ বিনিয়োগ করতে চাইনি। কিন্তু এপরও শেখ হাসিনা সরকারের সাহসী উদ্যোগে দুই থেকে তিন বছরে দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তখন সরকারের নীতিই বিদ্যুৎখাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে। একবিংশ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতের সার্বিক উন্নয়নের গতি অনেকটাই হ্রাস পায়। সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও দাতা সংস্থা সমূহের বিনিয়োগের অভাবে ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয় মাত্র ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এ সময় প্রতিবছর সারাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ৪০০ থেকে ৫০০ মেগাওয়াটের মতো। ২০০৫ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ সারাদেশের লোডশেডিংয়ের পরিমাণ ছিল দৈনিক ৫০০ থেকে ৯০০ মেগাওয়াট। লোডশেডিংয়ের পরিমাণ ২০০৬ সালের মে মাস নাগাদ ১০০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করে এবং এ সময় সান্ধ্যকালীন বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৪২০০ মেগায়াট। এই লোডশেডিং এর পরিমাণ পরবর্তী বছর নাগাদ ১ হাজার ৬২৪ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যায়। এ সময় বিদ্যুতের দাবিতে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে বড়ো আন্দোলন ঘটেছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটে বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে বিদ্যুৎকেন্দ্র জ্বালিয়ে দেয়। এসময় আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের গুলিতে কয়েকজন শহিদ হয়। একই সময় রাজধানীর শনির আখড়ায় হাজার হাজার এলাকাবাসী বিদ্যুৎ ও পানির দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে এবং আন্দোলন গড়ে তোলে। বর্তমান সরকার ভবিষ্যত চাহিদা মাথায় রেখে পায়রা, মাতারবাড়ি, রূপপুর, রামপালে মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া, জ্বালানিখাতে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং টার্মিনাল, ঢাকা-চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ-হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর এবং বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে তেল সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। রামপালে মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুতের এ সকল অর্জন মূলত: পিতার জন্মশতবর্ষ এবং বিজয়ের ৫০বর্ষে জাতিকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহারও বটে। প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিদ্যুও জ্বালানি খাতের বিদ্যমান উন্নয়ন,অর্জনকে টেকসই করা হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যত চাহিদা পূরণের চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নেও বর্তমান সরকারের ধরাবাহিকতা অব্যাহত রাখা জরুরি।

#

লেখক- সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম।

২৬.১২.২০২১ পিআইডি ফিচার